দৈনিক ইত্তেফাক

12 DEC 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

090

শিক্ষাঙ্গন

মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ

বর্তমানে দেশে যে কয়টি মেডিক্যাল কলেজ রয়েছে সেখানে ছাত্র ভর্তির বিষয়টা চিন্তা করলেই দেখা যায় স্বল্প সংখ্যক মেডিক্যাল কলেজগুলোতে সীমিত সংখ্যক আসন রয়েছে। দেশের ৮টি মেটিক্যাল কলেজে আসন সংখ্যা ১ হাজার ২শ' কিন্তু প্রতি বছরই ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয় ২২ হাজারের উপর। ভর্তি সংখ্যা স্বল্পতার দরুন আমাদের জনবহুল দেশে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম সংখ্যক ডাক্তার বছরে তৈরী হয়ে থাকেন। তদুপরি প্রতি বছরই ডাক্তারগণ মোটা অংকের আশায় চাকরি নিয়ে বিদেশে চলে যান। আরো লক্ষ্যণীয়, ভর্তি ক্ষেত্রে সমাজে বিশেষ শ্রেণীর বিত্তবান শহরের ছাত্র-ছাত্রীরাই ভর্তি হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে বেশী। এই বিশেষ শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই শহরমুখী বিধায় গ্রাম পর্যায়ে সেবার মানসিকতা তাদের নিকট অনুপস্থিত। উল্লেখ্য যে, প্রতি ১০ হাজারের জন্য ডাক্তার রয়েছে, রাশিয়ায় ১৬১ জন, যুক্তরাষ্ট্রে—৮২ জন, জাপানে—৪৩ জন ইসরাইলে ২০৪ জন, ভারতে—৩০ জন, শ্রীলংকায়—৯ জন। এমনকি দরিদ্রতম দেশ নেপালেও প্রতি দশ হাজার লোকের জন্য ডাক্তার রয়েছে ৮ জন। অথচ বাংলাদেশে প্রতি দশহাজার লোকের জন্য ডাক্তার হচ্ছে— ১ জন। তা ছাড়া অন্যান্য দেশে সরকারী মেডিক্যাল কলেজ থাকা সত্ত্বেও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ ও রয়েছে। অপরদিকে আমাদের দেশে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ না থাকায় মফস্বল এলাকার বহু ছেলেমেয়ে মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সীমিত সংখ্যক সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোতে ভর্তি হতে পারে না।

সুতরাং বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করা হলে একদিকে ভর্তিক্ষেত্রে বর্তমানের চেয়ে অধিক আসন সমস্যার সমাধান হবে, অপর দিকে গরীব মফস্বল এলাকার মেধাবী ছেলেমেয়েরা ও ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে।

তাই সঙ্গত কারণে এবং জন স্বার্থের সুবিধার্থেই বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন হওয়াটা অবশ্যাম্ভাবী। শিক্ষাই সভ্যতার বিকাশ সাধন করে। শিক্ষাই জাতীকে সুশৃংখল করে। আলোর সোপানে জাতিকে এগিয়ে নিতে পারে একমাত্র শিক্ষাই। সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। সত্যিই প্রশংসনীয় যে, বর্তমান সরকার ও শিক্ষাখাতে রাষ্ট্রীয় বাজেটে সিংহ ভাগ অনুদান রেখেছেন। সুতরাং বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করার মত এমন একটা শুভ উদ্যোগকে অংকুরেই বিনষ্ট করার মনমানসিকতা কোন সচেতন মানুষেরই থাকা উচিৎ নয়। বরং এই উদ্যোগের প্রতি প্রত্যেকেরই নিজের চেষ্টা, শ্রম নিয়োগ করে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করা একান্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব।

ফলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার "২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য স্বাস্থ্য" কর্মসূচীটি আমাদের দেশে বাস্তবায়নের পথকে সহজতর করবে.

—পারভেজ আহ্‌মেদ চৌধুরী